দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1 SEP 2012 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারিকৃত নীতিমালা একটি প্রতিক্রিয়া

আবদুল মোমেন, মো. হামিদুর রহমান, মো. জাহিদুল ইসলাম, মো. হাফিজুর রহমান খান

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে গত ২০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালা জারি করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরাজমান কোচিং সমস্যা সমাধানে নীতিমালাটি জারি করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো বহুল প্রচলিত শব্দ— কোচিং, কোচিং বাণিজ্য, প্রাইভেট টিউশনিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নীতিমালা থেকে শিক্ষকের সংজ্ঞাও পাওয়া গেলো। তবে একথা জানা গেলো না, কোচিং শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র সমস্যা কিনা। তা হলে পুরোপুরি নিষিদ্ধ না করে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হলো কেন? কারণ ক্লাসরুমের বাইরে শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে পড়ানোকে যে নামেই সংজ্ঞায়িত করুন না কেন তা আসলে কোচিং-এরই নামান্তর।

নীতিমালাটি জারি হবার পর শিক্ষক সমাজে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। প্রথমত, এটি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। কারণ নীতিমালায় অনেক অস্পষ্টতা এবং স্ববিরোধিতা আছে। যেমন শিক্ষকগণ কোচিং এবং কোচিং বাণিজ্য করতে পারবেন না। করলে এমপিও বাতিলসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি পাবেন। তবে তারা প্রাইভেট টিউশনি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য বিদ্যালয়ের অনধিক দশ জনকে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। কোনো শিক্ষক যদি নীতিমালা ভঙ্গ করে নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ান তাহলে কী শাস্তি পাবেন তা কোথাও বলা হয়নি। কেননা শাস্তির সংক্রান্ত শুধুমাত্র কোচিং বা কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতাকে দায়ী করা হয়েছে।

নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধের মাধ্যমে পুরো শিক্ষকসমাজকে হেয় করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে শিক্ষকের অর্থ উপার্জনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে বছরে ছয় মাসের বেশি ক্লাস হয় না। তাই বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়গুলো শ্রেণিকক্ষের বাইরে না পড়লে শেষ করা সম্ভব না। প্রাইভেট পড়ালে শিক্ষক অর্থ পান বটে। তবে এর বাইরেও তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আর তা হলো নিজের ছাত্রের অপার মঙ্গল কামনা। এখনও অনেক শিক্ষক আছেন যারা দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে প্রাইভেট পড়িয়ে টাকা নেন না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাত্র-শিক্ষকের এই সম্পর্ককে একবারও বিবেচনায় নেননি।

একজন অভিভাবক তাঁর সন্তানকে দক্ষ শিক্ষক সমৃদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। ভালো ফলাফল করার আশায় তাঁরা ঐ শিক্ষকদের দিয়ে তাঁদের সন্তানকে প্রাইভেট পড়াতে চান। অথচ নীতিমালা অনুযায়ী তাঁদেরকে এখন প্রাইভেট পড়াতে হবে এমন শিক্ষক দিয়ে যাঁদের তাঁরা চেনেন না কিংবা যাঁদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত নন। আর শিক্ষার্থীরাও অপরিচিত শিক্ষকের সঙ্গে কীভাবে খাপ খাওয়াবেন তা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট পড়ানোর মূল উদ্দেশ্য সফল হবে কি? গ্রামীণ এলাকায় যেখানে একটি বিদ্যালয় থেকে অন্য একটি বিদ্যালয়ের দূরত্ব দুই থেকে পাঁচ কিলোমিটার, সেখানে একজন শিক্ষক কীভাবে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াবেন। শিক্ষার্থীরাই বা কীভাবে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়বে?

মফস্বল এলাকায় অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত ক্লাসের অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ধারণাটি নতুন হলেও আলোচিত নীতিমালায় ঐ ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়নের আগে মফস্বল এলাকার অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ পাঁচ শ' টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হতো। সেখানে নীতিমালা জারি করার পর মাসিক ১২০০/- টাকা নেয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো। এর ফলে অভিভাবকদের শিক্ষা ব্যয় আরও বেড়ে গেলো।

আমাদের দাবি— শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকের পাঠদান যদি অনৈতিক ও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে তবে সেটাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত না করে, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হোক। শিক্ষার্থীদের কোচিং করা বা প্রাইভেট পড়ার পেছনে যেসব কারণ ও সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সেগুলো দূর করা ও সমাধান করা হোক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাঠ্যবই পুনর্বিন্যাস, সিলেবাস যুগোপযোগী করা, শ্রেণিকক্ষে ক্লাসের সংখ্যা বাড়ানো ইত্যাদি। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করতে পারে।

এসব বিবেচনার পাশাপাশি শিক্ষার প্রতিটি স্তরে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবই ও সিলেবাস এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষেই তা আয়ত্ত করতে পারে। কৌশল করে কোনো শিক্ষক যেন শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে বা প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত বা বাধ্য করতে না পারেন।

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল